AME(ICT RTHD) 09/07/2018

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

গত ২৫ জুন, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত ৮নং সিদ্ধান্ত অনুসরণে
**সড়ক ও মহাসড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসের বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ প্রসংগে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী**

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | : | মোঃ নজরুল ইসলাম<br>সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ |
| তারিখ | : | ০৩-০৭-২০১৮ খ্রিস্টাব্দ |
| সময় | : | বিকেল ৩টা |
| স্থান | : | সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ |
| উপস্থিতি | : | পরিশিষ্ট- ক |

সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতি বলেন, আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সভা আহবান করা হয়েছে। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় বেশ কিছু হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। সড়ক ও মহাসড়কে দুর্ঘটনা হ্রাসের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২৫ জুন, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যা আমাদের সকলের জন্য অনুসরণীয় এবং প্রতিপালনীয়। সিদ্ধান্তের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো নিম্নরুপ:

‘(১) কোনো চালক কর্তৃক একটানা ৫ (পাঁচ) ঘন্টার বেশী সময় গাড়ি চালনা না করা;
(২) দুরপাল্লার যানবাহনে বিকল্প ড্রাইভারের ব্যবস্থা রাখা;
(৩) ফিটনেসবিহীন গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা;
(৪) চালকদের অদক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাব;
(৫) আইন প্রতিপালনে অনীহা;
(৬) গাড়ির অনিয়ন্ত্রিত গতিবেগ নিয়ন্ত্রন করা;
(৭) চলন্ত অবস্থায় মোবাইল ফোন ব্যবহার না করা;
(৮) অনুমোদিত চেসিস এর তুলনায় বাড়তি সাইজের ট্রাক, বাস পরিচালনা বন্ধ করা;
(৯) বাস ও ট্রাক চালকদের জন্য নির্ধারিত সময়ের পরে পথিমধ্যে বিশ্রামের অবকাঠামোগত সুযোগ সৃষ্টি করা;
(১০) পর্যাপ্ত বাস ও ট্রাক টার্মিনাল স্থাপনের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা;
(১১) ঝুঁকিপূর্ণভাবে রাস্তা পারাপার না করে জেব্রা ক্রসিং ও ওভারব্রীজ ব্যবহার,
(১২) ট্রাফিক সিগন্যাল অনুসরণ;
(১৩) যাত্রী ও চালকদের বাধ্যতামূলক সিটবেল্ট ব্যবহার;
(১৪) স্ট্যান্ড ব্যতিত রাস্তার মাঝখানে যাত্রী উঠানামা বন্ধ করা; এবং
(১৫) জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।’

মন্ত্রিসভা বৈঠকের উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উপস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ সকলেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ সড়ক দুর্ঘটনা রোধে যথার্থ এবং সময়োপযোগী মর্মে উল্লেখ করে এ সব নির্দেশনা বাস্তবায়নে একমত পোষণ করেন।

২। এ পর্যায়ে সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ বিদ্যমান অবকাঠামো ব্যবহার করে কীভাবে যথাযথ বাস্তবায়ন ও প্রতিপালন করা যায় সে বিষয়ে উপস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিদের অভিমত/ পরামর্শ আহবান করেন।



www.rthd.gov.bd || date: 2018-07-10

৩। সভায় বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতির মহাসচিব বলেন যে, ১(এক) জন চালক দ্বারা দুরপাল্লার যানবাহন একটানা ৫(পাঁচ) ঘন্টার বেশি না চালানো একটি যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন, এক্ষেত্রে পরিবহন কোম্পানীগুলো ১টি বাস/ট্রাকে একাধিক চালক নিয়োগ করতে পারে। তবে দেশে বর্তমানে দক্ষ গাড়ি চালকের স্বল্পতা রয়েছে। দেশে দক্ষ ড্রাইভার স্বল্পতার কারণে দক্ষ ড্রাইভার তৈরী করা একান্ত আবশ্যক। এক্ষেত্রে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা জরুরী। তিনি ড্রাইভারদের প্রশিক্ষণ ও রিফ্রেশার্স কোর্স পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। দক্ষ ড্রাইভার তৈরির লক্ষ্যে একটি উপযুক্ত জায়গা সরকারের কোন প্রতিষ্ঠানের নামে রেখে তা পরিবহন মালিক সমিতিকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রদান করা হলে যাবতীয় খরচ বহন করে নিজেরাই অবকাঠামো তৈরী করে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে তা গড়ে তুলে দক্ষ ড্রাইভার তৈরী করবেন মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। তিনি আরো বলেন, একই রেজিস্ট্রেশনে একাধিক নাম্বারপ্লেট ব্যবহার করে কোনো কোনো পরিবহন গাড়ি পরিচালনা করছে। হাইওয়েতে গাড়ির গতিবেগ নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা নিলেও তা এককভাবে কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে না মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। স্পীড কন্ট্রোলের বিষয়ে দুর পাল্লার বিভিন্ন পরিবহনের মালিকগণকে নিয়ে সভা করে এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে অনুশাসন দিয়েছেন তিনি পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠনের সাথে পরবর্তী সভায় তা যথাযথভাবে উপস্থাপন করবেন এবং উক্ত নির্দেশনাগুলো প্রতিপালনের জন্য সকলকে নির্দেশনা প্রদান করবেন।

৪। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বলেন যে, মহাসড়কগুলোতে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নিয়ন্ত্রিত গতিতে গাড়ি চালানো হলে সড়ক দুর্ঘটনা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। তিনি বলেন, দুরপাল্লার পরিবহনগুলোতে একাধিক ড্রাইভার নিয়োগ দেয়া থাকে। পরিবহন সেক্টরে ড্রাইভার/দক্ষ ড্রাইভারের সংখ্যা অপ্রতুল। এছাড়া একবার একটি ট্রিপ নিয়ে কোনো ড্রাইভার দুরপাল্লায় গেলে সেখানে ১(এক)দিন বিশ্রামের পর একই ড্রাইভার বা ক্ষেত্রবিশেষে বদলী ড্রাইভার ঐ গাড়ি ফেরত নিয়ে আসে। অনেক পরিবহন কোম্পানিতে কিছু কিছু অতিরিক্ত ড্রাইভার সংরক্ষিত থাকে যারা মুল ড্রাইভারের বদলী হিসেবে অথবা অপারগতায় বিকল্প ড্রাইভার হিসেবে কাজ করে থাকে। তিনিও সরকারের পক্ষ থেকে দক্ষ ড্রাইভার তৈরি এবং ভারী লাইসেন্স প্রাপ্তির শর্তাদি শিথিলের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। তাছাড়া, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ কল্পে বিআরটিএ, মালিক/শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি, হাইওয়ে পুলিশ সমন্বয়ে জাতীয় মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যৌথ মহড়ার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

৫। এ পর্যায়ে সভাপতি বাস, ট্রাক, কাভার্ডভ্যান এবং ভারী লাইসেন্সের সংখ্যা দেশে কত আছে জানতে চান। সভাপতির উক্ত প্রশ্নের জবাবে বিআরটিএ'র পরিচালক(রোড সেফটি) জানান, দেশে ভারী মোটরযানের সংখ্যা প্রায় ২,২০,৭৬৫। তন্মধ্যে বাস ৪৩,৫৭৩, কার্গোভ্যান ৯,২৮৬, কাভার্ডভ্যান ২৯,১৬৭, ট্যাংকলরী ৫,০৩৩, ট্রাক ১,২৪,৭২৮ এবং বিশেষ ধরনের মোটরযানের সংখ্যা ৮,৯৭৮। পক্ষান্তরে ভারী ড্রাইভিং লাইসেন্সের সংখ্যা মাত্র ১,৩৮,৭৪৫। ভারী মোটরযানের তুলনায় ড্রাইভার সংখ্যা কম বিধায় যানবাহন অনুপাতে প্রশিক্ষিত ড্রাইভার তৈরির উপর উপস্থিত সকলেই গুরুত্ব আরোপ করেন।

৬। ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশ বলেন যে, আমাদের দেশে হাইওয়েগুলোতে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা নানাবিধ কারণে কমিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না। বিদেশে হাইওয়ের পাশে সার্ভিস লেইন, সার্ভিসিং জোন/এরিয়া থাকে। বিদেশে হাইওয়ের পাশে জনবসতি নির্মাণ দোকানপাট তৈরির নজির নেই। তিনি এ বিষয়ে বিদেশী হাইওয়ের চিত্র সম্বলিত কিছু তথ্য পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, এ দেশের আবহমান পরিস্থিতি ও জনজীবন পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, জনবসতি, দোকানপাট, হাট-বাজার ইত্যাদি হাইওয়ে কেন্দ্রিক গড়ে উঠছে। তদুপরি তিনি মহাসড়কের পাশে একটি সার্ভিস লেন তৈরির অনুরোধ জানান। তিনি ২০-৩০ বছরের পুরাতন ও জরাজীর্ন কয়েকটি ট্রাকের অনুকূলে বিআরটিএ কর্তৃক ফিটনেস নবায়নের সমালোচনা করে এ সকল পরিবহনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। তিনি ট্রাকে যাত্রী পরিবহনের বিরোধিতা করে এর পরিণতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারণা চালানোর অনুরোধ জানান। এ পর্যায়ে সভাপতি ফিটনেসবিহীন ও জরাজীর্ন গাড়িগুলোকে ডাম্পিং স্টেশনে পাঠানোসহ এসব যানবাহনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। তাছাড়া, চলাচল অনুপযোগী জরাজীর্ণ ট্রাকের ভগ্নাংশ বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগ্রহ করে যশোর ও বগুড়া এলাকায় অবৈধভাবে গড়ে উঠা ওয়ার্কশপ হতে জোড়াতালি দিয়ে সংযোজন প্রক্রিয়া বন্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

www.rthd.gov.bd // date: 2018-07-10

৭। সভায় সিনিয়র সাংবাদিক জনাব সৈয়দ আবুল মকসুদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা প্রতিপালনের বিষয়ে করণীয় নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে একটি কমিটি গঠনের পরামর্শ প্রদান করেন। মাঠ পর্যায়ে গিয়ে এসব নির্দেশনা বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষনের জন্য তিনি পরামর্শ রাখেন।

৮। দুর্ঘটনা রিসার্চ ইন্সটিটিউট (ARI) এর প্রতিনিধি বলেন, মহাসড়কে চলাচলরত যানবাহন, ড্রাইভার এবং বিআরটিএ থেকে ইস্যুকৃত হালকা ও ভারী লাইসেন্সগুলোর একটি সুস্পষ্ট ডাটা বেইজ থাকা প্রয়োজন। পরিবহন কোম্পানীগুলো তাদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্র থেকেও এসকল ডাটা সংরক্ষণ করতে পারে। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে দুরপাল্লার ড্রাইভারদের বিশ্রামের জন্য দুরত্ব অনুযায়ী একই সড়কে একাধিক বিশ্রামাগার তৈরীর পরামর্শ রাখেন। তিনি প্রতিবেশী দেশের উদাহরণ টেনে বলেন, ভারতে ২০ বছরের পুরাতন গাড়ি রাস্তায় চলাচল করতে পারে না। আমরাও মহাসড়কে মেয়াদোত্তীর্ণ জরাজীর্ন গাড়ি চলতে দিতে পারি না। এ মর্মে পুরাতন গাড়ির আয়ুস্কাল (লাইফ টাইম) নির্ধারণে অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

৯। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন, মহাসড়কে ড্রাইভারগণই প্রধান Actor। মহাসড়কের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ড্রাইভারদের সচেতনতাই মুখ্য। আমাদের দেশে বিলাসবহুল কোম্পানীর যানবাহনের ড্রাইভারগুলো শিক্ষিত, মানসম্পন্ন ও সুশৃঙ্খল। যার ফলে নামী দামী কোম্পানীর গাড়িগুলো অপেক্ষাকৃত কম দুর্ঘটনার শিকার হয়। অন্যান্য সাধারণ কোম্পানীতে কর্মরত ড্রইভারগুলো মানসম্মত নয় এবং তাদের আচরণও কাঙ্খিত পর্যায়ের নয়। তিনি আরো বলেন, অনেক মাইক্রোবাস, প্রাইভেট কার 'রেন্ট এ কার' এ চলে যা অবৈধ ও মহাসড়কে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে থাকে। এ সব রেন্ট এ কারের ড্রাইভারগুলোর স্বেচ্ছাচারিতার কারণে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। তিনি এগুলো কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ প্রদান করেন। বিআরটিএ'র পরিচালক (রোড সেফটি) এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

১০। নিরাপদ সড়ক চাই এর চেয়ারম্যান জনাব ইলিয়াস কাঞ্চন বলেন যে, নির্মাণ সামগ্রি পরিবহন কাজে নিয়োজিত ট্রাকগুলো প্রায় ৮০% জরাজীর্ণ ও রাস্তায় চলাচলের অনুপযুক্ত। এসব ট্রাকের বেশীর ভাগই ফিটনেস নেই। নির্মাণ কাজে মিক্সিং মেশিন বহনকারী মোটরযানগুলো রাস্তায় যেখানে সেখানে ময়লা/নির্মাণ সামগ্রি ফেলে পরিবেশ দুষনসহ নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। এগুলো অনেক সময় যানজট সৃষ্টিসহ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটায়। তিনি এগুলো কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য বিআরটিএ এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নিকট অনুরোধ জানান। তিনি ফুয়েলিং স্টেশনের সুবিধাসহ মহাসড়কে ড্রাইভারদের বিশ্রামাগার নির্মাণের পক্ষে অভিমত দেন।

১১। প্রধান প্রকৌশলী সওজ সংশ্লিষ্ট সকলকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সড়ক ব্যবহারের অনুরোধ জানান। দেশের সড়ক মহাসড়কগুলো মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মহাসড়ক ও আঞ্চলিক সড়কের ভূমিকা অপরিসীম। দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে মহাসড়কের পার্শ্বে সার্ভিস এরিয়া নির্মাণের জন্য বিশেষজ্ঞ পরামর্শকদের সাথে পরামর্শ করা প্রয়োজন। তিনি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা পেলে প্রয়োজনীয় সার্ভিস সেন্টার প্রস্তুত করা সম্ভব হবে মর্মে সভাকে জানান।

১২। সভাপতি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ অধিক্ষেত্র থেকে ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৪টি মহাসড়কে ৪টি বিশ্রামাগার জরুরি ভিত্তিতে নির্মাণ করতে হবে। এ সব বিশ্রমাগারে পর্যাপ্ত পার্কিং সুবিধা, চালকদের বিশ্রামের জন্য দশটি করে বেড, বিনোদনের জন্য টিভি, ওয়াশরুম এর ব্যবস্থা রাখা এবং খাবার ব্যবস্থা ও ফাস্ট ফুড, চা/কফিসহ রিফ্রেশমেন্ট এর ব্যবস্থা থাকতে পারে। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে এসব সেন্টার পরিচালিত হতে পারে। সম্ভব হলে ফুয়েল স্টেশনের ব্যবস্থাও রাখা যেতে পারে। যাত্রী সাধারণকেও সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে অধিকতর সচেতন হতে হবে। তিনি আরো বলেন, কোনো দুরপাল্লার গাড়ি স্টেশন ত্যাগের পূর্বেই ঐ গাড়ির কয়জন চালক এবং হেলপার রয়েছে তাদের ব্যক্তিগত তথ্যাদি গাড়িতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায় যাতে করে পথিমধ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। দক্ষ ড্রাইভার স্বল্পতার সমস্যা পরিহারের জন্য যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/ভোকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট শ্রম ও কর্মসংস্থান অধিদপ্তর এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে মোটর ড্রাইভিং ট্রেড যুক্ত করা যায়। সেইসাথে বিআরটিএ'র প্রস্তাবিত মাল্টিপারপাস সেন্টারগুলো চালু করার নিমিত্ত উদ্যোগ নেয়া জরুরি। প্রয়োজনে বিদ্যমান আইন সংশোধন করে ভারী ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তি সহজতর করতে হবে। তিনি বলেন, সম্প্রতি ঘটে যাওয়া পলাশবাড়ী সড়ক দুর্ঘটনাটি ড্রাইভারের বিরামহীন পরিশ্রম ও খাম-খেয়ালী পনার কারণে সংঘটিত হয়েছে।

২৮২

www.rthd.gov.bd // date: 2018-07-10

১৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

| ক্রম | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী |
|---|---|---|
| ১. | দুরপাল্লার যানবাহনে গাড়ি চালকের একটানা ৫(পাঁচ) ঘন্টার বেশি গাড়ি না চালানোর বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে; | ১. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ<br>২. ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশ<br>৩. জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশ<br>৪. মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি<br>৫. সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন<br>৬. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বাস ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন<br>৭. সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক ও কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতি |
| ২. | মহাসড়কে চলন্ত গাড়ির স্পীড কন্ট্রোলের বিষয়ে দুর পাল্লার বিভিন্ন পরিবহনের মালিকগণকে নিয়ে চেয়ারম্যান, বিআরটিএ সভা করে এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন; | চেয়ারম্যান, বিআরটিএ |
| ৩ | দেশের প্রধান ৪টি জাতীয় মহাসড়ক যথা: (ক) ঢাকা-চট্টগ্রাম (খ) ঢাকা-রংপুর (গ) ঢাকা-সিলেট এবং (ঘ) ঢাকা-খুলনা জাতীয় মহাসড়কে সুবিধাজনক স্থানে গাড়ি চালকদের জন্য একটি করে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত বিশ্রামাগার স্থাপন করতে হবে; | প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী |
| ৪. | দক্ষ ড্রাইভার সৃষ্টির লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ভোকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট সমূহে মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ ট্রেড চালুর ব্যবস্থাসহ দক্ষ ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ পত্র দিবে; | সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ |
| ৫. | মহাসড়কে চলাচলরত পুরাতন বাস ও ট্রাকের লাইফ টাইম নির্ধারণের নিমিত্ত বুয়েট ও এআরআইসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে আলোচনা করে সুপারিশ প্রনয়ন করতে হবে; | চেয়ারম্যান, বিআরটিএ |
| ৬. | ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ পরিচালনার উপযোগী একটি জায়গা নির্ধারণ করতে হবে। উক্ত জায়গায় বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি নিজেদের উদ্যোগে এবং ব্যবস্থাপনায় মোটরযান চালকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন; | ১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর<br>২. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ<br>৩. মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি<br>৪. সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন |
| ৭. | ড্রাইভার সংকট নিরসনের জন্য ড্রাইভিং ট্রেনিং ইন্সটিটিউট এর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। একইসাথে ভারী ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তির শর্তাবলী শিথিলের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখতে হবে। প্রয়োজনে এ বিষয়ে বিদ্যমান আইন সংশোধন করতে হবে; | ১. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ<br>২. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ |
| ৮. | মহাসড়কে যত্রতত্র যাত্রী উঠানামা এবং রাস্তা পারাপার বন্ধ করতে হবে। এ বিষয়ে মালিক-শ্রমিক সংগঠন ও হাইওয়ে পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; | ১. ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশ<br>২. জেলা প্রশাসন<br>৩. জেলা পুলিশ<br>৪. মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি<br>৫. সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন |

www.rthd.gov.bd // date: 2018-07-10

| | | |
|---|---|---|
| ৯. | মালবাহী ট্রাকে যাত্রী পরিবহন বন্ধ করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে; | ১. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ট্রাক, কাভার্ডভ্যান এসোসিয়েশন<br>২. হাইওয়ে/জেলা পুলিশ |
| ১০. | কোনো অবস্থাতেই স্পেসিফিকেশন বর্হিভুত মোটরযান রেজিস্ট্রেশন দেয়া যাবে না এবং ত্রুটিপূর্ণ মোটরযানের ফিটনেস নবায়ন করা যাবে না। স্পেসিফিকেশন বর্হিভুত বাস ও ট্রাকের বডি নির্মাণের কারখানাগুলো পরিদর্শন করে এদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে যশোর এবং বগুড়া এলাকায় এ ধরণের কারখানাগুলো দ্রুত সরেজমিন পরিদর্শন করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; | ১. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ<br>২. জেলা প্রশাসক, যশোর<br>৩. জেলা প্রশাসক, বগুড়া |
| ১১. | মহাসড়কে ফিটনেসবিহীন ত্রুটিপূর্ণ গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণে চলমান কার্যক্রম জোরদার করতে হবে; | ১. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ<br>২. ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশ |
| ১২. | একই রেজিস্ট্রেশনে একাধিক নাম্বারপ্লেট নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনাসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে; | ১. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ<br>২. ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশ |
| ১৩. | মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত করণীয় নির্ধারণকল্পে নিম্নরুপভাবে একটি কমিটি গঠন করা যায়ঃ | |

| | | |
|---|---|---|
| ১. | চেয়ারম্যান, বিআরটিএ | আহবায়ক |
| ২. | ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশের প্রতিনিধিসড়ক | সদস্য |
| ৩. | পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের প্রতিনিধি ১ (এক) জন | সদস্য |
| ৪. | সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি ১ (এক) জন | সদস্য |
| ৫. | এ আরআই এর প্রতিনিধি | সদস্য |
| ৬. | নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা)'র প্রতিনিধি | সদস্য |
| ৭. | বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির প্রতিনিধি ১(এক) জন | সদস্য |
| ৮. | বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন এর প্রতিনিধি ১ (এক) জন | সদস্য |
| ৯. | পরিচালক (রোড সেফটি), বিআরটিএ | সদস্য-সচিব |

কমিটি ৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিবে।

| | | |
|---|---|---|
| ১৪. | সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে দেশব্যাপী জাতীয় মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সড়ক পরিবহন এবং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে প্রতিমাসে ন্যূনতম ২(দুই) বার ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনাসহ রোড সেফটি ক্যাম্পেইন এর ব্যবস্থা করতে হবে; | চেয়ারম্যান, বিআরটিএ |
| ১৫. | বিআরটিএ'র মাল্টিপারপাস কেন্দ্র নির্মাণ ও চালু করার নিমিত্ত কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। | চেয়ারম্যান, বিআরটিএ |
| ১৬. | জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের নের্তৃত্বে গঠিত সড়ক নিরাপত্তা কমিটির নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের বিষয়টি নিশ্চিত করার নিমিত্ত বিভাগীয় কমিশনারদের নিকট পত্র প্রেরণ করতে হবে। | সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ |

১৭। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৮/৭/২০১৮

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব

www.rthd.gov.bd // date: 2018-07-10

নং-৩৫.০০.০০০০.০২০.০১৬.০১৪.১৮-৩৫৬ তারিখ: ০৯-০৭-২০১৮ খ্রিঃ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, ..... কার্যালয়/মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪. মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা
৫. সচিব, ..... কার্যালয়/মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
৭. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৮. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
৯. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ মতিঝিল, ঢাকা
১০. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন/বাজেট/এস্টেট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১১. বিভাগীয় কমিশনার .....(সকল)
১২. পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি সদর, ঢাকা
১৩. ডিআইজি, হাইওয়ে রেঞ্জ পুলিশ, টেলিকম ভবন, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা
১৪. যুগ্মপ্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৫. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ, গোপালগঞ্জ জোন/টেকনিক্যাল সার্ভিসেস উইং
১৬. পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট), বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
১৭. জেলা প্রশাসক .....(সকল)
১৮. পুলিশ সুপার .....(সকল)
১৯. পরিচালক, দুর্ঘটনা রিসার্চ ইন্সটিটিউট (ARI), বুয়েট, ঢাকা
২০. পরিচালক (রোড সেফটি/অপারেশন), বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
২১. সৈয়দ আবুল মকসুদ, ধানমন্ডি, ঢাকা।
২২. জনাব ইলিয়াস কাঞ্চন, চেয়ারম্যান, নিরাপদ সড়ক চাই, ১০৫, বড় মগবাজার, কারিমাছ প্লাজা (৮ম তলা), রমনা, ঢাকা।
২৩. মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি, ২১, রাজউক এভিনিউ মতিঝিল, ঢাকা
২৪. সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
২৫. উপপরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং), বিআরটিএ ঢাকা বিভাগীয় অফিস, মিরপুর-১৩, ঢাকা
২৬. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বাস ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন
২৭. সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক, কভার্ডভ্যান মালিক সমিতি, মসজিদ মার্কেট কমপ্লেক্স, ৪র্থ তলা, তেজগাঁও, ট্রাক টার্মিনাল, ঢাকা
২৮. সমন্বয়ক, বাংলাদেশ ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, ট্যাংকলরি মালিক-শ্রমিক ঐক্য পরিষদ, মসজিদ মার্কেট কমপ্লেক্স, ৪র্থ তলা, তেজগাঁও, ট্রাক টার্মিনাল, ঢাকা

০৯/০৭/২০১৮
(ড. মোঃ কামরুল আহসান)
যুগ্মসচিব
ফোন ঃ ৯৫৬১২২৫

নং-৩৫.০০.০০০০.০২০.০১৬.০১৪.১৮-৩৫৬/১(৩) তারিখ: ০৯-০৭-২০১৮ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণীটি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)

০৯/০৭/২০১৮
(ড. মোঃ কামরুল আহসান)
যুগ্মসচিব

www.rthd.gov.bd // date: 2018-07-10